সংবাদ

তারিখ ... 8 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

ঢাকা : শুক্রবার ২৪ ফাল্গুন ১৪১৯
Dhaka : Friday 8 March 2013

সম্পাদকীয়

শিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করুন

হরতাল ও সহিংসতার কারণে সারাদেশে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়ছে। সহযোগী দৈনিক গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, শিক্ষাবর্ষ শুরুর পর গত দুই মাসে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০ দিনও ক্লাস হয়নি। ক্লাস বন্ধের পাশাপাশি একের পর এক পরীক্ষা পেছানো হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা। জানা গেছে, এদের সংখ্যা ১৩ লক্ষাধিক।

লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বন্ধের দিনেও ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুক্র ও শনিবার ক্লাস নেয়ার কথা জানিয়েছে। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে করা যায় না। শিক্ষকরাই বলছেন, এভাবে ক্লাস ও পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার কারণে পাঠ্যসূচি শেষ হবে না। ফল প্রকাশেও বিলম্ব হবে।

শিক্ষা কার্যক্রম শুধু সংখ্যা বিচারেই বিচার্য হয় না। শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একটি মনস্তাত্ত্বিক সংযোগও থাকে। বিশেষ করে এই যে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষাগুলো সহিংস হরতালের কারণে একের পর এক পিছিয়ে যাচ্ছে, এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাদের প্রস্তুতি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে গোঁজামিল হতে বাধ্য। আগে পাবলিক পরীক্ষাগুলো হরতালের বাইরে রাখা হতো। পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে হরতালের মধ্যেও পরীক্ষা হলে আসতে পারত। হরতাল সমর্থক পিকেটাররা কোন বাধা দিতেন না।

কিন্তু এখন জামায়াত-শিবির ও বিএনপির হরতাল মানেই জঙ্গি সহিংসতা। পরীক্ষার্থীদের চলাচল তো দূরের কথা, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পিকেটারদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের শিকার হয়, রোগীর মৃত্যু হয়। মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন কোন পর্যায়ে গেলে এটা সম্ভব মনে হয় সেটাও এখন আর ভাবা যায় না। দেশ, দেশের স্বার্থ কোন কিছুই হরতালকারীদের কাছে এখন আর বড় ইস্যু নয়। ক্ষমতায় কীভাবে যেতে হবে এবং গিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ কীভাবে চরিতার্থ করতে হবে সেটাই এখন আমাদের রাজনীতির একমাত্র আরাধ্য বা উদ্দেশ্য।

বিএনপি এবং জামায়াত-শিবিরের একের পর এক সহিংস হরতাল পালনে গোটা দেশের শিক্ষা কার্যক্রম যে ভেঙে পড়েছে আমরা তাতে উদ্বিগ্ন। এক্ষেত্রে হরতালকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে আমরা প্রত্যাশা করি।

হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় গত প্রায় দুই দশক ধরেই লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। এখনকার সরকারি দলও ক্ষমতার বাইরে গেলে ঠিক একই কাজটিই করবে। কারণ বিরোধী দলে থাকাকালীন সময়ে তারাও একের পর এক হরতাল দিয়েছিল দেশে।

রাজনৈতিক প্রতিবাদের চূড়ান্ত ভাষা হিসেবে হরতালের বিকল্প ভাবার এখন সময় এসেছে। এটা এখন সময়ের দাবি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে হরতাল এখন প্রত্যাখ্যাত। বহু গণতান্ত্রিক দেশে হরতালের বিকল্প নিয়ে ভাবা হচ্ছে। এমনকি সর্বোচ্চ আদালতে পর্যন্ত বিষয়টি গড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের নাম ব্যবহার করলেও মূলত দলীয় কর্মী ও ক্যাডাররাই সহিংস হরতাল পালন করে। সাধারণ মানুষ তাদের যানবাহন, দোকানপাট শুধু বন্ধ রাখে ভয়ে। একে হরতালের সাফল্য বলা যায় না। হরতালের নামে এভাবে জ্বালাও, পোড়াও, গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং মানুষ হত্যা কোন মতেই গণতান্ত্রিক হতে পারে না। বিএনপি-জামায়াতের ডাকা সহিংস হরতাল রাজনীতির চরম দুর্বৃত্তায়নেরই প্রতিচ্ছবি। সুতরাং এটা বন্ধ হতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত এখন হরতালকে কেন্দ্র করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।